বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
অবসর ভবন
৭৫/এ, রোড নং ৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন ঃ ৯১১৯২০৮, ৯১১৪৮৫৮

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ২০১৮-১৯ মেয়াদের লাইব্রেরী উপ-কমিটির প্রথম সভার কার্যবিবরণী

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ২০১৮-১৯ মেয়াদের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত লাইব্রেরী উপ-কমিটির ১ম সভা বিগত ০৩/০৬/২০১৮ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় অবসর ভবনের ৬ষ্ঠ তলা সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় লাইব্রেরী উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন সভাপতিত্ব করেন।

সভায় নিম্নোক্ত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ

১. জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর
২. জনাব খান এম ইব্রাহীম হোসেন
৩. অধ্যাপক সামসাদ বেগম
৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ শফিউল আলম
৫. অধ্যাপক মোঃ মুতিয়ূর রহমান
৬. অধ্যাপক মোঃ মোশাররফ হোসেন চৌধুরী
৭. অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান
৮. জনাব আকবর আলী জিন্নাহ

এছাড়া সমিতির পরিচালক (কার্যক্রম), প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং গ্রন্থাগারিক সভায় উপস্থিত থেকে সভার কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেন। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে চেয়ারম্যান সভার কাজ শুরু করেন। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে সভার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ঃ

আলোচ্যসূচি - ০১ ঃ নবগঠিত লাইব্রেরী উপ-কমিটির সদস্যদের পরিচিতি।

২০১৯-১৯ মেয়াদের লাইব্রেরী উপ-কমিটির এটি ১ম সভা বিধায় চেয়ারম্যান নবগঠিত লাইব্রেরী উপ-কমিটির উপস্থিত সদস্যগণকে তাঁদের পরিচিতি প্রদানের আহ্বান করেন। সদস্যগণ তাঁদের স্ব স্ব পরিচিতি সংক্ষেপে তুলে ধরেন। দেখা যায় বার জন সদস্যের মধ্যে অর্ধেকই অধ্যাপনা জীবনের সাথে যুক্ত ছিলেন। আর বাকী সদস্যগণও লাইব্রেরী বান্ধব, নিয়মিত লাইব্রেরীতে আসেন, বই-পত্র পড়েন, কিছুটা সময় কাটিয়ে যান। নিজের পরিচিতি দেযার সময় চেয়ারম্যান বলেন উপ-কমিটির অন্যতম সদস্য ও সমিতির মহাসচিব আব্দুল কাইউম ঠাকুর তাঁর প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে লাইব্রেরীকে লালন করেছেন। লাইব্রেরীর উৎকর্ষ সাধনে তাঁর অব্যাহত সহায়তা ও পরামর্শ মূল্যবান অবদান রাখবে। বই-পুস্তকের সংখ্যা ও বৈচিত্রে আসনের সীমাবদ্ধতা সত্বেও সমিতির লাইব্রেরী এখন পাঠককুলের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। উপ-কমিটির চেয়ারম্যান বলেন বই আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে। জীবনকে করে সমৃদ্ধ। আর সমৃদ্ধ হৃদয়ের মানুষেরাই পারে একটি সমৃদ্ধ সমাজ ও জাতি গঠন করতে।

আলোচ্যসূচি - ০২ ঃ পূর্ববর্তী উপ-কমিটির বিগত ২৫/১০/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

পূর্ববতী লাইব্রেরী উপ-কমিটির ২৫/১০/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা চেয়ারম্যান সদস্যগণের মতামত জানতে চান। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন যে মহাসচিব ও তিনিসহ মোট ৪ জন ছাড়া বাকী ৮ জনই নবগঠিত লাইব্রেরী উপ-কমিটির নতুন সদস্য। প্রফেসর মোঃ মতিয়ূর রহমান অনু-কমিটি সম্পর্কে জানতে চান। চেয়ারম্যান জানান যে লাইব্রেরীর জন্য বই ক্রয় করার সুবিধার্থে উপ-কমিটির কতিপয় সদস্যকে নিয়ে একটি ছোট কমিটি গঠন করা হয় যা অনু-কমিটি নামে অভিহিত। আর কোন মন্তব্য না থাকায় ২৫/১০/২০১৭ তারিখের সভার কার্যবিবরণী সভায় নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি - ০৩ ঃ সমিতির লাইব্রেরী নতুন বই ক্রয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

লাইব্রেরীর জন্য নতুন বই ক্রয়ের বিষয়ে আলোচনাকালে সদস্যগণ এ বছরে অর্থ্যাৎ ২০১৮ সালের বাজেটে বই ক্রয় বাবদ কত টাকা বরাদ্দ আছে তা জানতে চান। চেয়ারম্যান জানান চলতি বছরে বই পুস্তক ক্রয়ের জন্য মোট ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বরাদ্দ আছে এর মধ্যে বিগত ২১ ফেব্রুয়ারী বই মেলা থেকে কিছু বই ক্রয় করা হয়েছে। পরিচালক (কার্যক্রম) জানান মোট ৩৫,০০০/-(পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা ব্যয় করে মোট ৮৫ (পঁচাশি) টি বই ক্রয় করা হয়েছে। এইসব বইয়ের তালিকা পরবর্তী সভায় সদস্যগণের নিকট দেওয়া যেতে পারে। বাজেটে এখনো ১,১৫,০০০/-(এক লক্ষ পনের হাজার) টাকা অব্যয়িত আছে, যা দিয়ে লাইব্রেরীর জন্য নতুন বই ক্রয় করা যাবে। এই পর্যায়ে অধ্যাপক মোঃ মুতিয়ুর রহমান, অধ্যাপক মোঃ মাহবুবুর রহমান প্রমুখ জানতে চান কি পদ্ধতি/প্রক্রিয়ায় বই ক্রয় বা সংগ্রহ করা হয়। মহাসচিব জানান সাধারণত একুশের বইমেলা, বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা ও সদস্যবর্গের দেয়া বইয়ের তালিকা থেকে গ্রন্থাগারিকের সাথে সমন্বয় করে বই ক্রয় করা হয়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আলোঘর, পাঠক সমাবেশ ইত্যাদি উৎস থেকেও বই সংগ্রহ করা যেতে পারে সর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। উপ-কমিটির সদস্যগণ যদি বইয়ের নাম বা কোন তালিকা দিতে চান তা লাইব্রেরীয়ান, মহাসচিব বা চেয়ারম্যানের কাছে দিতে পারেন অথবা টেলিফোনের মাধ্যমেও বইয়ের নাম জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সভায় নিম্নোক্ত সদস্য/ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে বই ক্রয় সম্পর্কিত অনু-কমিটি গঠন করার সুপারিশ করা হয়।

(১)	অধ্যাপক মোঃ মোশাররফ হোসেন চৌধুরী	- আহ্বায়ক
(২)	জনাব শেখ খুরশীদ আলম	- সদস্য
(৩)	অধ্যাপক মোঃ মুতিয়ূর রহমান	- সদস্য
(৪)	অধ্যাপক মুহাম্মদ শফিউল আলম	- সদস্য
(৫)	জনাব এস. এম. কামরুজ্জামান (পরিচালক কার্যক্রম)	- সদস্য

অধ্যাপক মুহাম্মদ শফিউল আলম সমিতির লাইব্রেরীর জন্য তাঁর নিজের সংকলিত "অধ্যাপক শফিউল আলম সংবর্ধনাগ্রন্থ" শীর্ষক গ্রন্থের একটি কপি উপহার দেন। লাইব্রেরী উপ-কমিটির পক্ষ থেকে এ জন্য অধ্যাপক শফিউল আলমকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

আলোচ্যসূচি - ০৪ ঃ বিবিধ।

বিবিধ আলোচনায় জনাব খান এম ইব্রাহীম হোসেন লাইব্রেরীর উন্নয়নের ব্যাপারে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন লাইব্রেরীতে কখনো কখনো দর্শনার্থী ও পাঠক সংখ্যা বেশি হলে বসার জায়গার সংকুলান হয় না। তাই জনাব খান এম ইব্রাহীম লাইব্রেরী কক্ষ আরও একটি টেবিল স্থাপন করে বসার ব্যবস্থা বিন্যস্ত করার প্রস্তাব রাখেন। মহাসচিব বলেন জায়গার অভাবে আরও একটি টেবিল বসানো যায় নাই, তবে বিষয়টি সরেজমিনে যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। মহাসচিব আরও জানান যে, লাইব্রেরী কক্ষের প্রবেশ পথের দরজাটি ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস দিয়ে স্থাপন দিয়ে দৃষ্টি নন্দন করা হয়েছে। এখন লাইব্রেরী কক্ষটি আগের চেয়ে অনেক সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়েছে। অবশ্য লাইব্রেরীর বই পুস্তকের যথাযথ শ্রেণীবিন্যাস এবং লাইব্রেরীর প্রতি পাঠকবর্গের আগ্রহ সৃষ্টিতে লাইব্রেরীয়ান নাজেরা খাতুনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। লাইব্রেরীতে ইতোমধ্যে ৩ (তিন) টনের একটি এসি লাগানো হয়েছে। তবে লাইব্রেরী কক্ষের পরিসর, পাঠক সমাবেশ ইত্যাদি বিবেচনা করে আরও একটি ২ (দুই) টন (BTU) থার্মাল পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন স্পিলিট টাইপ এসি স্থাপন করা খুবই প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

৫। সভায় বিস্তারিত আলোচনা পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

(১) ২০১৮ সালের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে অব্যয়িত ১,১৫,০০০/-(এক লক্ষ পনের হাজার) টাকা দ্বারা বই পত্র ক্রয়ের জন্য অনুচ্ছেদ - ৩ বর্ণিত অনু-কমিটি গঠন করা হয়।

(২) পাঠক/সদস্যদের সুবিধার্থে লাইব্রেরী কক্ষে আরও একটি টেবিল স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

(৩) পাঠক/সদস্যদের উপস্থিতি বৃদ্ধির কারণে কক্ষে আরও একটি ২ (দুই) টন (BTU) ক্ষমতা সম্পন্ন স্পিলিট টাইপ এসি স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে চেয়ারম্যান সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ এনায়েত হোসেন)
চেয়ারম্যান
লাইব্রেরী উপ-কমিটি